দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 MAR 2003
পৃষ্ঠা 8

প্রসঙ্গ: মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং নকল প্রবণতা

গত বৃহস্পতিবার, ২৭শে মার্চ হইতে মাধ্যমিক পর্যায়ের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। এসএসসি, দাখেল এবং কারিগরি বোর্ড মিলাইয়া এইবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১১ লাখ ৩৪ হাজার। সারাদেশে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১ হাজার ৬ শত ৫৬টি। পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা এবং নকল প্রতিরোধের বিষয়টি বরাবরের মত এইবারও আলোচিত হইতেছে সংশ্লিষ্ট সকল মহলে। নকল প্রতিরোধকল্পে গতবছরের ন্যায় এইবারও গ্রহণ করা হইয়াছে বিবিধ কর্মপন্থা। কেন্দ্রের গেটেই পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশীর বিধান রাখা হইয়াছে। কাহারও নিকট আপত্তিকর কিছু পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হইবে বলিয়া আগেই জানান হইয়াছে। পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের ভিতরে বহিরাগতদের প্রবেশাধিকারের প্রশ্নেও আরোপ করা হইয়াছে কড়াকড়ি। কেন্দ্রের চারপাশে দুইশত গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা বলবতের গতানুগতিক ব্যবস্থাটিতো আছেই। মোটকথা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন হইতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিরত রাখিতে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট জোড়ালো পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। পরীক্ষায় একশ্রেণীর পরীক্ষার্থীর নকল করিবার প্রবণতা আমাদের দেশের একটি পুরাতন সমস্যা। সব আমলেই কমবেশী নকল হইয়া আসিতেছে। তবে, এইকথা অস্বীকার করিবার কোনোই সুযোগ নাই যে, সময়ের ধারা বদলের সাথে সাথে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের মাত্রা বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। নকল করিয়া পরীক্ষা পাস দেওয়া একালে অনেকের কাছে যেনবা স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দেখা দিয়াছে। একশ্রেণীর শিক্ষক, অভিভাবক এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কেহ কেহ নানাভাবে নকল প্রবণতায় ছেলে-মেয়েদের উৎসাহিত করিয়া থাকেন বলিয়া পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে বহু রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এসএসসি, এইচএসসির মত একাডেমিক পাবলিক পরীক্ষায়তো বটেই, চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় পর্যন্ত অসদুপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। শিক্ষক নিয়োগ এমনকি বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগেভাগেই ফাঁস হইয়া যাইবার গ্লানিকর দৃষ্টান্তও আছে আমাদের সামনে। পরিস্থিতিদৃষ্টে মনে হয়, লেখাপাড়া না করিয়া অসাধু পন্থায় টেক্কা মারিবার প্রবণতা হালে যেন এক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। নকলের এই ধারাটি বর্তমানের জন্য যেমন, তেমনই বিপজ্জনক ভবিষ্যতের জন্যও। নকল ও মেধার মূল্যায়ন একসাথে চলিতে পারে না।

নকল প্রতিরোধকল্পে কর্তৃপক্ষ প্রতিকারমূলক কিছু ব্যবস্থা নেওয়ায় গত এইচএসসি এবং পূর্ববর্তী এসএসসি পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে কম নকল হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়া থাকে। এই দাবিটি অন্তঃসারশূন্যও হয়তো নয়। তবুও গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় সার্বিক পরিস্থিতি যেইরূপ দেখা গিয়াছে, তা খুব আশ্বস্ত হইবার মত নয়। ২০০২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় নকল ধরা পড়ায় বহিষ্কৃত হয় সাড়ে ছাব্বিশ হাজার পরীক্ষার্থী। শিক্ষক একসপেন্ড হইয়াছেন প্রায় দেড় শত। গত বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কার হয় ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী এবং শতাধিক শিক্ষক। নকলের সুযোগ নাই বলিয়া ১ লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষাই দিতে আসে নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, কড়াকড়ি হওয়ায় নকলের আশায় লেখাপড়া না করা ছেলেমেয়েরা বিপাকে পড়িয়াছে। শিক্ষার মান কোথায় নামিয়া গিয়াছে, ইহা তারও প্রমাণ বহন করে।

নকল প্রতিরোধে কার্যকর যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে কাহারো কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে নকল প্রবণতার উৎসমূলটি কোথায়, তাহাও নির্ণয় করা দরকার এবং প্রতিকার প্রয়োজন সেইখানেও। ক্লাসে সারা বৎসর ঠিকমত লেখাপড়া হইলে এবং যত্ন নিয়া শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য তৈয়ার করা হইলে অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা এমনিতেই কমিয়া যাইবার কথা। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত এবং নিয়মমত পাঠাদান প্রক্রিয়া নিশ্চিত করিতে প্রয়োজন উপযুক্ত তদারকি। পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। সেই বিষয়টিও ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এইবারকার মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন হউক– আমরা এই কামনা করি।